♣ উত্তরপত্র

৩৫তম-৪৫তম বিসিএস নৈতিকতা,মূল্যবোধ ও সুশাসন

Total questions : 81 Total marks : 81

---

1) সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে-

1) অর্থনৈতিক উন্নয়ন
✔ 2) অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
3) সামাজিক উন্নয়ন
4) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা : সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন।

2)
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে -

1) প্রতিষ্ঠিত হয়
✔ 2) বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়
3) আইনের শাসন
4) দুর্নীতি দূর হয়

ব্যাখ্যা :

সুশাসনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করতে যে সকল বাধা-বিপত্তি যেমন—কালো বাজারি, মজুদদারী, একচেটিয়া কারবার প্রভৃতি দূর হয়। নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হয়, যারা তাদের উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগের সুযোগ পায়। ফলে দেশের সার্বিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দুর্নীতি দূর হবে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে একথা বলা যাবে না করণ এ দুটি বিষয় অনেক ব্যাপক। দুর্নীতি আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে জড়িত নয় ।

3) বাংলাদেশে দুর্নীতিকে দণ্ডনীয় ঘোষণা করা হয়েছে যে বিধানে-

1) ১৮৬০ সালে প্রণীত দণ্ডবিধিতে
2) ২০০৪ সালে প্রণীত দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে
3) ২০১৮ সালে প্রণীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালাতে
✔ 4) উপরের সবগুলোতে

ব্যাখ্যা : - দণ্ডবিধি, ১৮৬০ আইনটি বাংলাদেশে ফৌজদারী অপরাধ সংক্রান্তীয় দণ্ড দান করার জন্য প্রধান আইন।

- ২০০৪ সালে দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও পরিচালনার জন্য স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠাকরণ এবং এর আইন মোতাবেক দুর্নীতিকে সর্বস্তরে নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়

Hello BCS

অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

- ২০১৮ সালে প্রণীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালাতে অসদাচরণ, দুর্নীতি ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে ‘গুরুদণ্ড’ ও ‘লঘুদণ্ড’ নামক দুই ধরনের দণ্ড আরোপের বিধান রয়েছে।

- তাই আমরা বলতে পারি, উক্ত তিনটি বিধিমালাই দুর্নীতিকে সর্বস্তরে প্রতিরোধকল্পে গঠিত।

4) কোন বছরে ইউ এন ডি পি সুশাসনের সংজ্ঞা প্রবর্তন করেন ?

1) ১৯৯৮
✔ 2) ১৯৯৭
3) ১৯৯৯
4) ১৯৯৫

ব্যাখ্যা : UNDP(United Nations Development Programme)- এর ১৯৯৭ সালে নীতিমালায় সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেন। এই নীতিমালায় সুশাসনের সংজ্ঞা বলা হয়, "The exercise of economic, political and administrative authority to manage a country"s affair at all levels"

5) উৎপত্তিগত অর্থে 'Civitas' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

✔ 1) ল্যাটিন
2) হিব্রু
3) ফরাসি
4) গ্রিক

ব্যাখ্যা : - পৌরনীতি হল সামাজিক ও নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান।

- পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics (সিভিকস)।
- Civics শব্দটি ল্যাটিন শব্দ **'Civis'** এবং **'Civitas'** শব্দ থেকে এসেছে।
- Civis এবং Civitas শব্দের অর্থ যথাক্রমে নাগরিক (Citizen) ও **নগররাষ্ট্র** (City State)।
- সুতরাং শব্দগত বা উৎপত্তিগত অর্থে Civics বা পৌরনীতি হল নগর রাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- তবে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এবং গ্রীসে Civics বা পৌরনীতি বলতে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যকে বোঝানো হতো।

উৎসঃ একাদশ - দ্বাদশ শ্রেণীর পৌরনীতি ও সুশাসন বই (উন্মুক্ত)।

6) বাংলাদেশে 'নব-নৈতিকতা'র প্রবর্তক হলেন

1) জি. সি. দেব
2) মোহাম্মদ বরকতুল্লা

Hello BCS

✔ 3) আরজ আলী মাতুব্বর
4) আবদুল মতীন

ব্যাখ্যা :

আনুষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষাবিহীন স্বশিক্ষিত একজন মননশীল লেখক ও যুক্তিবাদী দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর বাংলাদেশের সমাজে জেঁকে বসা ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নৈতিক আদর্শকে কুঠারাঘাত করে, তার স্থলে বস্তুবাদী দর্শন ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে সত্য আবিষ্কার করে সত্য, ন্যায় ও বিজ্ঞানের যথাযথ নীতি পদ্ধতিভিত্তিক নব নৈতিক আদর্শের সমাজের কথা চিন্তা করেছেন। তার দার্শনিক চিন্তা-চেতনা ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল ধর্মের নামে প্রচলিত ধর্মান্ধতা ও ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে। জোহাদ বরকতুল্লাহ আমাদের মুসলমানদের মধ্যে বাংলাভাষায় প্রথম যথার্থ দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি তার দর্শনে আত্মপ্রতিষ্ঠার নামে একটি দার্শনিক ধারার কথা বলেন। বাংলাদেশের আরেকজন দার্শনিক জি.সি দেব বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের মিশিলে গঠিত সমন্বয়ী দর্শনের প্রচার করেছিলেন।

7) সরকারী চাকরিতে সততার মাপকাঠি কী ?

1) যথাসময়ে অ ফিসে আগমন ও অফিস ত্যাগ করা
2) দাপ্তরিক কাজে কোন অবৈধ সুবিধা গ্রহন না করা
✔ 3) নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে অর্পিত দ্বায়িত্ব যথাবিধ সমপন্ন করা
4) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যেকোন নির্দেশ প্রতিপালন করা

ব্যাখ্যা : সরকারী চাকরিতে সততার মাপকাঠি হলো নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে অর্পিত দ্বায়িত্ব যথাবিধ সমপন্ন করা।

8) প্রাথমিকভাবে একজন মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মুল্যবোধের বিকাশ ঘটে-

1) সমাজে বসবাসের মাধ্যমে
2) বিদ্যালয়ে
✔ 3) পরিবারে
4) রাষ্ট্রের মাধ্যমে

ব্যাখ্যা : - পরিবার হলো মানুষের সেই সংগঠন যেখানে বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক বা একাধিক পুরুষ ও মহিলা তাদের সন্তানাদি, পিতা-মাতা ও অন্যান্য পরিজনদের নিয়ে একত্রে বসবাস করে।
- সমাজে আমাদেরকে কিভাবে চলাফেরা করতে হবে তার শিষ্টাচারসহ চারিত্রিক বিকাশে অর্থাৎ সকল প্রকার মানবীয় গুনাবলী ও মূল্যবোধ বিকাশের প্রাথমিক ধাপ শুরু হয় পরিবার থেকে।
- পরিবার তার প্রতিটি সদস্যকে পারিবারিক আদর্শ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি শিক্ষা দেয়।
- পরিবার শাশ্বত ও চিরন্তন প্রতিষ্ঠান।

অন্যদিকে, বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূল্যবোধ শিক্ষার আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম।

তথ্যসূত্র :- পৌরনীতি ১ম পত্র, HSC প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

Hello BCS

9) জেরেমি বেন্থাম কোন দেশের অধিবাসী ?

1) ফ্রান্স
2) জার্মানী
3) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
✔ 4) যুক্তরাজ্য

ব্যাখ্যা : দার্শনিক আইনতত্ত্ববিদ এবং সমাজ সংস্কারক জেরেমি বেন্থাম ১৭৪৮ সালে লন্ডনে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ব্রিটিশ আইনি সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃত এবং উপযোগবাদ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা।

10) Johannes burg Plan of implementation সুশাসনের সঙ্গে নিচের কোন বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ?

✔ 1) টেকসই উন্নয়ন
2) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন
3) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
4) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা : Johannes burg Plan of implementation সুশাসনের সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনাটি গৃহিত হয় ১৯৯২ সালে। এতে মোট চারটি বিষয়ের (টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন,পরিবেশ উন্নয়ন) উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

11) UNDP সুশাসনের কয়টি উপাদানের উল্লেখ করেছে?

1) ৭টি
2) ৮টি
3) ৬টি
✔ 4) ৯টি

ব্যাখ্যা : জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা UNDP ১৯৯৭ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শাসনতান্ত্রিক পলিসির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে।

সংস্থাটি সুশাসনের ৯টি উপাদানের উল্লেখ করেছে।
এগুলো হলোঃ
- স্বচ্ছতা
- আইনের শাসন
- সকলের অংশগ্রহণ
- সংবেদনশীলতা
- সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের প্রাধান্য
- সমতা
- ন্যায্যতা

Hello BCS

- জবাবদিহিতা এবং
- কৌশলগত লক্ষ্য।

(তথ্যসূত্র : UNDP ওয়েবসাইট)

12) সুশাসন প্রত্যয়টির উদ্ভাবক কে?

1) ইউরোপীয় ইউনিয়ন
2) আই এল ও
✔ 3) বিশ্বব্যাংক
4) জাতিসংঘ

ব্যাখ্যা : সুশাসন (Good Governance) :
- সুশাসন প্রত্যয়টি পৌরনীতির সাম্প্রতিক সংযোজন।
- সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Good Governance'

- সুশাসনের ধারণাটি বহুমাত্রিক। সুশাসন অর্থ হচ্ছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন।
- সুশাসন ধারণাটির উদ্ভাবক বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংক ১৯৮৯ সালে প্রথম সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। - বিশ্বব্যাংকের মতে, 'সুশাসন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়।'

- পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত 'শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন' নামের রিপোর্টে সুশাসন ধারণাটি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে।
- সংস্থাটির মতে অনুন্নত ও উন্নয়নীল দেশগুলোতে উন্নয়ন না হওয়ার পেছনে সুশাসনের অনুপস্থিতি মুখ্যত দায়ী অভাব।

- ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের চারটি স্তম্ভ ঘোষণা করে।
চারটি স্তম্ভ হল-
(i) দায়িত্বশীলতা
(ii) স্বচ্ছতা
(iii) আইনী কাঠামো ও
(iv) অংশগ্রহণ।

- এক কথায়, জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হলো- সুশাসন।

- UNDP সুশাসনের ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে।

13) তথ্য পাওয়া মানুষের কী ধরনের অধিকার?

1) রাজনৈতিক

Hello BCS

✔ 2) মৌলিক

3) সামাজিক

4) অর্থনৈতিক

ব্যাখ্যা : তথ্য অধিকার আইন সাধারণত জনগণের তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন নামে পরিচিত। একে বলে উন্মুক্ত তথ্য। যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের আইন আলোকিত আইন নামে পরিচিত। কিছু কিছু দেশে এ আইনের শিরোনাম হলো তথ্য স্বাধীনতা আইন। এ ধরনের আইন বিভিন্ন শিরোনামে পৃথিবীর ৭০টি দেশে প্রচলিত।

14) ব্যাক্তিগত মূ্ল্যবোধ লালন করে-

1) সামাজিক মূল্যবোধকে

2) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে

3) ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে

✔ 4) স্বাধীনতার মূল্যবোধকে

ব্যাখ্যা : ব্যাক্তিগত মূ্ল্যবোধ লালন করে স্বাধীনতার মূল্যবোধকে।

15) সুশাসন প্রতিষ্টায় নাগরিকের কর্তব্য হলো-

1) সৎ ভাবে ব্যাবসা বাণিজ্য করা

2) সরকার পরিচালনায় সাহায্য করা

3) নিজের অধিকার ভোগ করা

✔ 4) নিয়মিত কর প্রদান করা

ব্যাখ্যা : নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলা। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অখন্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে সর্বদা সজাগ এবং চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নাগরিকদের যথাসময়ে কর প্রদান করে রাষ্ট্রীয় কাজে সহযোগিতা করতে হবে।

16) সুশাসন হচ্ছে এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে-

1) সুসম্পর্ক গড়ে তোলা

✔ 2) আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলা

3) শান্তির সম্পর্ক গড়ে তোলা

4) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা : সুশাসন হচ্ছে এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে অর্থাৎ সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ককে বুঝায়। রকার ও জনগণের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক যত বেশি হবে সুশাসন তত মজবুত হবে।

17) নৈতিকভাবে বলা হয় মানবজীবনের

1) নৈতিক শক্তি

2) সবগুলোই

✔ 3) নৈতিক আদর্শ

Hello BCS

4) নৈতিক বিধি

ব্যাখ্যা : ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ এই তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব। শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা। ভালো -মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা , সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি বিশেষ গুণ হলো নৈতিকতা। প্রত্যেক ব্যক্তিই আইন বা অন্যান্য বিষয়ের উপর একে প্রাধান্য দেয়। তাই নৈতিকতাকে বলা হয় মানবজীবনের নৈতিক আদর্শ।

18) ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে

1) কর্তব্যবোধ থেকে
✔ 2) মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে
3) আইনের শিক্ষা থেকে
4) সুশাসনের শিক্ষা থেকে

ব্যাখ্যা : সহনশীলতার শিক্ষা ব্যক্তি লাভ করে থাকে মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে। এটা সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য সহনশীলতা একান্ত অপরিহার্য। অন্যের মনোভাব ও মতামতকে শ্রদ্ধা করার মতে সহিষ্ণু থাকা এবং যেকোনো বিষয়ে উত্তেজনা প্রশমিত করে সুখী ও সুন্দর সমাজ গঠনে সাহায্য করে সহনশীলত।

19) আইন ও সালিশ কেন্দ্র কি ধরনের সংস্থা?

1) খেলাধুলা
✔ 2) মানবাধিকার
3) ধর্মীয়
4) অর্থনৈতিক

ব্যাখ্যা : আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বাংলাদেশের একটি বেসরকারী সংস্থা যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি আইনগত সহায়তাও দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংস্থাটি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের পরামর্শক হিসেবে কাজ করে থাকে। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের প্রখ্যাত আইনজীবীরা একত্রিত হয়ে সংস্থাটি গঠন করেন। বর্তমানে অ্যাডভোকেট জেড আই খান পান্না সংস্থাটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

20) নিচের কোনটি সংস্কৃতির উপাদান নয়?

1) মূল্যবোধ
2) প্রতীক
3) ভাষা
✔ 4) আইন

ব্যাখ্যা : - সংস্কৃতি হলো একটি সম্প্রদায় বা গোত্রের সাধারণ বিশ্বাস, আচরণ, প্রথা তথা পুরো জীবন প্রণালি।

সংস্কৃতির সাধারণ উপাদানসমূহ হলো :
- প্রতীক

Hello BCS

- ভাষা
- মূল্যবোধ
- প্রথা বা সাধারণ আদর্শ প্রভৃতি।

অন্যদিকে,
- আইন সংস্কৃতির উপাদান নয়।

(তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় : সপ্তম শ্রেণী)

21) সততার জন্য সদিচ্ছা'র কথা বলেছেন -

1) জন লক
2) ডেভিড হিউম
✔ 3) ইমানুয়েল কান্ট
4) ডেকার্ট

ব্যাখ্যা : ইমানুয়েল কান্ট (জন্ম এপ্রিল ২২, ১৭২৪ - মৃত্যু ফেব্রুয়ারি ১২, ১৮০৪) অষ্টাদশ শতকের একজন বিখ্যাত প্রাশিয়ান জার্মান দার্শনিক। কান্টকে আধুনিক ইউরোপের অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ হিসাবে গণ্য করা হয়, এবং ইউরোপের Age of Enlightenment বা আলোকিত যুগের শেষ গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয়। তিনি তার "Critique of Pure Reason" (1781) বইটির জন্য স্বনামধন্য। [তথ্যসূত্রঃ দৈনিক পত্রিকা]

22) 'শাসক যদি মহৎগুণসম্পন্ন হয় তাহলে আইন নিষ্প্রয়োজন, আর শাসক যদি মহৎগুণসম্পন্ন না হয় তাহলে আইন অকার্যকর' -এটি কে বলেছেন?

1) সক্রেটিস
✔ 2) প্লেটো
3) বেনথাম
4) অ্যারিস্টটল

ব্যাখ্যা : 'শাসক যদি ন্যায়বান হন তাহলে আইন নিষ্প্রয়োজন, আর শাসক যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন তাহলে আইন নিরর্থক। এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্লেটো।

23) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে-

✔ 1) বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়
2) যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়
3) প্রতিষ্ঠানের সুনাম হয়
4) দুর্নীতি দূর হয়

ব্যাখ্যা : - অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব অত্যধিক।
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হয়।

Hello BCS

- এতে করে পুঁজি বিনিয়োগ ও শিল্পকারখানা স্থাপনে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় ও বেকারত্ব হ্রাস পায়।
- অর্থনীতির সাথে সরাসরি বিনিয়োগের সাথে সম্পর্ক আছে। তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

তথ্যসূত্র :- পৌরনীতি ও সুশাসন : একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী : প্রথমপত্র : মো. মোজাম্মেল হক।

24) 'Imperialism, the Highest Stage Capitalism' বইটি কার লেখা ?

1) টমাস হবসন
✔ 2) ভি.আই.লেলিন
3) এন্টিনিওগ্রামিস
4) কার্ল মার্কস

ব্যাখ্যা : রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জনক ভি.আই.লেলিন এর লেখাঁ গ্রন্থ "Imperialism, the Highest Stage Capitalism"। তিনি ১৯১৬ সালের জানুয়ারি-জুন মাসে জুরিখে বসে বইটি লিখেন।

25) কোনটি সুশাসনের উপাদান নয়?

1) অংশগ্রহণ
2) স্বচ্ছতা
✔ 3) নৈতিক শাসন
4) জবাবদিহিতা

ব্যাখ্যা : সুশাসন হলো উত্তমরূপে শাসন বা কার্যকরি শাসন। সুশাসনের ক্ষেত্রে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, সরকারের জবাবদিহিতা ও কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা আবশ্যকীয় উপাদান। সুশাসনের ক্ষেত্রে নৈতিক শাসন আবশ্যক বা সংশ্লিষ্ট নয়।
(সূত্র : পৌরনীতি ও সুশাসন : একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী)

26) যে গুণের মাধ্যমে মানুষ 'ভুল' ও 'শুদ্ধ'-এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে, তা হচ্ছে-

1) সদাচার
2) সততা
3) কর্তব্যবোধ
✔ 4) মূল্যবোধ

ব্যাখ্যা : - মূল্যবোধ নির্ধারিত হয় আচরনের মাধ্যমে। অর্থাৎ মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষ 'ভুল' ও 'শুদ্ধ' ভাল ও মন্দ-এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে।
- মূল্যবোধ হলো মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী মানদণ্ড ও নীতি।
- শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করা যায়।
- জন্মের পর থেকেই মানুষ মূল্যবোধের শিক্ষা লাভ করতে শুরু করে যা আমৃত্যু চলে। তবে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মূল্যবোধ শিক্ষারও পরিবর্তন ঘটে।

Hello BCS

তথ্যসূত্র :- পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথমপত্র , একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি , মো : মোজাম্মেল হক।

27) ভালো-মন্দ কোন ধরনের মূল্যবোধ?

✔ 1) নৈতিক
2) অর্থনৈতিক
3) রাজনৈতিক
4) সামাজিক

Hello BCS

ব্যাখ্যা : মূল্যবোধ :
- মানুষের কর্মকান্ডের ভালো-মন্দ বিচার করার ভিত্তি হচ্ছে মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধ মানুষের আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারনা, চাল-চলন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রন করার মাপকাঠি স্বরূপ।
- মূল্যবোধের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য মূল্যবোধ একটি মানবিক গুনাবলী।
- মূল্যবোধ একজন মানুষের নীতি-নৈতিকতা ও বিবেকের উপর নির্ভরশীল।
- মূল্যবোধ সামাজিক আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি চর্চা ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়।

মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য :
- নৈতিক প্রাধান্য : মূল্যবোধ বিষয়টি নৈতিকতার উপর নির্ভরশীল। নীতি-নৈতিকতাহীন ব্যক্তি সাধারণত মূল্যবোধসম্পন্ন হয় না।

- নির্দিষ্টতা : যেমন, মায়ের প্রতি কারো সম্মান। আবার তা সাধারণও হতে পারে। যেমন, যে প্রতিবেশীকে ভালবাসে আসলে সে নিজেকেই ভালবাসে।

- বিভিন্নতা : সংস্কৃতি ভেদে মূল্যবোধ ভিন্ন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক থেকে শুরু করে নানা দিক থেকে পশ্চিমা সংস্কৃতির মূল্যবোধের সাথে বাঙালি সংস্কৃতির মূল্যবোধের পার্থক্য আছে।

- আপেক্ষিকতা : মূল্যবোধ একটি আপেক্ষিক বিষয়। একই মূল্যবোধ ভিন্ন-ভিন্ন দেশে বা সংস্কৃতিতে নানারকম হতে পারে। অর্থাৎ স্থান, কাল, পাত্রভেদে মূল্যবোধের মাত্রা কম বা বেশি দেখা যায়।

- সামাজিক মানদন্ড : বিদ্যমান মূল্যবোধ দিয়ে একটি সমাজের বা রাষ্ট্রের পরিবেশ, সংস্কৃতি, চিন্তা-ভাবনার মূল্যায়ন করা যায়। যেমন, কৃষি প্রধান সমাজের মূল্যবোধ একরকম, আবার শিল্পসমৃদ্ধ সমাজের মূল্যবোধ অন্যরকম।

- পরিবর্তনশীলতা : মূল্যবোধ যেহেতু চর্চার বিষয় এবং অভ্যাসের দ্বারা গড়ে উঠে, তাই ভিন্ন সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে একজন ব্যক্তির পুরনো মূল্যবোধে পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন, একজন বাঙালি দীর্ঘ দিন পশ্চিমা কোন সংস্কৃতিতে বসবাস করলে তার আচারণ-আচরণে চিন্তায় নানান পরিবর্তন ঘটতে পারে।

- সম্পর্কের সেতু : অপরিচিত ব্যক্তিরা অনেক সময় একই মূল্যবোধের হলে, তাদের মাঝেও একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। যেমন কোন বাংলাদেশি নাগরিক লন্ডনে আরেকজন অপরিচিত বাংলাদেশী নাগরিককের সাথে দেখা হলে সহজেই তাদের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠে।

28) মূল্যবোধ পরীক্ষা করে-

1) ন্যায় ও অন্যায়
2) ভালো ও মন্দ
3) নৈতিকতা ও অনৈতিকতা
✔ 4) উপরের সবগুলো

Hello BCS

ব্যাখ্যা : মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান নীতি ও ঔচিত্যবোধের বিকাশ ভূমি বলা হয় সমাজকে। সমাজে কারো ক্ষতি না করা, কারো মনে কষ্ট না দেয়া, কটুক্তি না করা প্রভৃতি নীতি ও ঔচিত্যবোধ। নীতি ও ঔচিত্যবোধের অনুমোদন ব্যাক্তি তার নিজের কাছ থেকেই পেয়ে থাকে। এর ফলে ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, নৈতিকতা ও অনৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

29) বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের উপাদান কয়টি?

1) ৫টি
2) ৩টি
3) ৪টি
✔ 4) ৬টি

ব্যাখ্যা : ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক এক রিপোর্টে সুশাসনের৬ টি উপাদানের কথা বলেছে। বিশ্বব্যাংক ১৯৯২ সালে প্রথম সুশানের সংজ্ঞা প্রদান করে 'Governance and Development. সুশাসন নিশ্চিতকরণে UN ৮টি, UNDP ৯টি, IDA ৬টি, AfDB ৫টি, WB ৬টি এবং ADB ৪টি উপাদান উল্লেখ করেছে। [তথ্যসূত্রঃ দৈনিক পত্রিকা]

30) বাংলাদেশে কত সালে ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ প্রণয়ন করা হয়?

1) ২০১০
2) ২০১৩
✔ 3) ২০১২
4) ২০১১

ব্যাখ্যা : সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বলা হয় জনগণের সেবক। কিন্তু বাস্তবে অনেক যেন একেক জন প্রভু। প্রভুত্বের আসন বানিয়ে বরং জনগণ সেবাদাসে পরিণত করে। সাধারণ মানুষ হয়ে আসছে নিষ্পেষিত সেবক নামক প্রভুর হাতে নানাভাবে, নানা সময়ে। সরকারী কর্মকর্তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিদ্যমান ধারণা বদলাতে এবং সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে সরাসরি জবাবদিহিতার আওতায় আনার লক্ষ্যেই নেয়া হয়েছে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। তিন বছর আগে ২০১২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই কৌশল প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়।

31) জিরোসাম গেম আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কোন তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?

1) মার্ক্সবাদ
2) গঠনবাদ
3) বাস্তববাদ
✔ 4) উদারতাবাদ

ব্যাখ্যা : Zero - Sum - game (শূন্য অংকের খেলা) এমন একটি খেলা বা প্রতিযোগিতা, যেখানে প্রতিযোগী দুই বা দুই পক্ষ।আর এ খেলায় একজনের অর্জন বা লাভ, অন্য জনের হারানো বা লোকসানের সমান। অর্থাৎ একজনের অর্জন থেকে অন্যজনের বর্জন বাদ দিলে সব সময় ফলাফল শূন্য হয়।এটি সাম্য ও মুক্তির উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট এক ধরনের বৈশ্বিক রাজনৈতিক দর্শন।এ দুটি নীতির উপর ভিত্তি করে উদারতাবাদকে অনেক

Hello BCS

বিস্তৃত আকার দেয়া হয়েছে।জিরোসাম গেমের মধ্যে উদারতাবাদ - এ অর্থে পাওয়া যায় যে , এ প্রতিযোগিতায় যে কেউ সফল ও ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। [তথ্যসূত্রঃ দৈনিক পত্রিকা]

32) মানুষের কোন ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় ?

✔ 1) ঐচ্ছিক ক্রিয়া
2) অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
3) ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়া
4) ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া

ব্যাখ্যা : নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া। ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়া ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

33) মূল্যবোধের চালিকাশক্তি হলো-

1) সুশাসন
2) গণতন্ত্র
✔ 3) সংস্কৃতি
4) উন্নয়ন

ব্যাখ্যা : মানুষ হিসেবে যে সকল কর্মকান্ড আমরা করে থাকি তা সংস্কৃতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়ে থাকে । সংস্কৃতিই যেহেতু মানুষকে তার কাঙ্ক্ষিত আচরণটি শেখায় তাই স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃতি মূল্যবোধের চালিকা শক্তি ।

34) সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সুশাসনের কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

1) সামাজিক দিক
✔ 2) অর্থনৈতিক দিক
3) মূল্যবোধের দিক
4) গণতান্ত্রিক দিক

ব্যাখ্যা : সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG)
- MDG এর পূর্ণরূপ Millennium Development Goals বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য। - বিশ্বব্যাপী চরম দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে MDG বলা হয়।

⤇ ২০০০ সালের ৬-৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন সম্মেলন (UN Millennium Summit) অনুষ্ঠিত হয় এবং ৮টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় এবং তা অর্জনের জন্য ১৫ বছর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। মূলত তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকদের তুলনামূলক উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার জন্য এই লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

⤇ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (MDG) হচ্ছে -
- চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল

Hello BCS

- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন
- শিক্ষার মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ
- শিশু মৃত্যু হ্রাসকরণ
- মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন
- এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ প্রতিরোধ
- পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ এবং
- উন্নয়নের জন্য একটি বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের বিকাশ ঘটানো।

⇛ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সুশাসনের অর্থনৈতিক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

35) একজন প্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ হলো-

1) স্বাধীনতা
2) কর্মদক্ষতা
3) ক্ষমতা
✔ 4) জনকল্যাণ

ব্যাখ্যা :

- একজন জনপ্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ হলো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি।
- তবে সবগুলোই জনকল্যাণকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হওয়ায় জনকল্যাণই হবে জনপ্রশাসকের প্রধান মৌলিক মূল্যবোধ।

36) নৈতিক মূল্যবোধের উৎস কোনটি?

1) সমাজ
✔ 2) নৈতিক চেতনা
3) ধর্ম
4) রাষ্ট্র

ব্যাখ্যা : - নীতি ও উচিত-অনুচিত বোধ হলো নৈতিক মূল্যবোধের উৎস।
-নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব মনোভাব এবং আচারণ যা মানুষ সবসময় ভালো, কল্যাণকর ও অপরিহার্য বিবেচনা করে মানসিকভাবে তৃপ্তিবোধ করে।
- শিশুরা তার পরিবারেই সর্বপ্রথম নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা পায়।
সুতরাং, নৈতিক মূল্যবোধের উৎস - নৈতিক চেতনা।
উৎস : পৌরনীতি ও সুশাসন, প্রথম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক।

37) Power:A New Social analysis গ্রন্থটি কার রচনা ?

1) ম্যাকিয়াভেলী
2) হবস
3) লক

Hello BCS

✔ 4) রাসেল

ব্যাখ্যা : ব্রাটান্ড রাসেল Power:A New Social analysis গ্রন্থটি রচনা করেন। ক্ষমতাই যে মানুষের সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য তা তিনি এই গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

38) রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতিপ্রবণতার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী-

1) অসৎ নেতৃত্ব
✔ 2) নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব
3) আইনের প্রয়োগের অভাব
4) দুর্বল পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা

ব্যাখ্যা : - দুর্নীতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা বেশ জটিল। কারণ সমাজভেদে এবং একই সমাজে যুগভেদে নীতি, আদেশ ও মূল্যবোধের
পার্থক্য দেখা দেয়।
- দুর্নীতি যেহেতুনীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থীমূলক কাজ, সেহেতুদুর্নীতিমূলক কাজের উদাহরণ দিতে গেলে স্থান-কাল-পাত্র-আদর্শ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হয়।
- সাধারণভাবে দুর্নীতি বলতে আইন ও নীতির বিরুদ্ধ কাজকে বুঝায়।
- দুর্নীতির সাথে পেশা, ক্ষমতা, সুেযাগ-সুবিধা, পদবি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে জড়িত।

সুতরাং, "নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব" রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতিপ্রবণতার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী।

তথ্যসূত্র :- পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র এইচ এস সি ,উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

39) 'শর্তহীন আদেশ' ধারণাটির প্রবর্তক কে?

1) অ্যারিস্টটল
2) বার্ট্রান্ড রাসেল
3) হার্বার্ট স্পেন্সার
✔ 4) ইমানুয়েল কান্ট

ব্যাখ্যা : ইমানুয়েল কান্ট :
- ইমানুয়েল কান্ট একজন জার্মান নীতিবিজ্ঞানী।
- তাঁর নীতিবিদ্যার মূলকথা তিনটি।
যথা :-
- সৎ ইচ্ছা,
- কর্তব্যের জন্য কর্তব্য এবং
- শর্তহীন আদেশ।

- 'কর্তব্যমুখী নৈতিকতা' বা 'কর্তব্যের নৈতিকতার' দর্শন যে কোনো কর্মের ফল বা পরিণতির বদলে কর্মের ধরনকে

Hello BCS

গুরুত্ব দেয়।
- ইমানুয়েল কান্টকে 'কর্তব্যমুখী নৈতিকতার' প্রবর্তক বলা হয়।
নীতিশাস্ত্রের উপর তাঁর রচিত বই :
- Groundwork for Metaphysics of Morals.
- Critique of Pure Reason.
- Critique of Practical Reason.
- Critique of Judgement.

40) কোনটি ন্যায়পরায়ণতার নৈতিক মূলনীতি নয়?

1) আইনের শাসন
2) পুরষ্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে সমতার নীতি প্রয়োগ
✔ 3) সুশাসনের জন্য উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ
4) অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতার নিশ্চিতকরণ

ব্যাখ্যা : ন্যায়পরায়ণতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের অর্থ হচ্ছে ধর্ম -বর্ণ, নারী -পুরুষ , ধনী -নির্ধন নির্বিশেষে সকলকে একই মানদণ্ডে বিচার করা। আইনের দৃষ্টিতে সমাজে বসবাসরত সকল মানুষ সমান এটিই ন্যায়পরায়ণতার মূলণীতি। এ (গ) তথা 'সুশাসনের জন্য উচ্চশিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ'ই সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্য উত্তরগুলো ন্যায়পরায়ণতার নৈতিক মূলনীতির সাথে সম্পর্কিত।

41) ‘নির্বাণ’ ধারণাটি কোন ধর্মবিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট?

1) হিন্দুধর্ম
✔ 2) বৌদ্ধধর্ম
3) ইহুদীধর্ম
4) খ্রিষ্টধর্ম

ব্যাখ্যা : নি উপসর্গের সাথে বাণ পদের সমন্বয়ে নির্বাণ শব্দটি গঠিত হয়েছে। নি শব্দের অর্থ না এবং বাণ শব্দের অর্থ তৃষ্ণা। অর্থাৎ নিবার্ণ শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় যে তৃষ্ণা ক্ষয় । গৌতম বুদ্ধের দিয়ে যাওয়া আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং চতুরার্য সত্য সঠিকভাবে মেনে চললে নিবার্ণ লাভ বা তৃষ্ণা ক্ষয় করা সম্ভব।

42) ‘কর্তব্যের জন্য কর্তব্য’- ধারণাটির প্রবর্তক কে?

✔ 1) ইমানুয়েল কান্ট
2) অ্যারিস্টটল
3) হার্বার্ট স্পেন্সার
4) বার্ট্রান্ড রাসেল

ব্যাখ্যা : জীবন সংরক্ষণ করার জন্য আমাদের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই একটি প্রবণতা বা ঝোঁক রয়েছে। কান্ট বলেন, আমাদের অনেকেই এই কর্তব্য পালন করেন এমন সব নীতি অনুসারে যার মধ্যে কোন নৈতিক আধেয় নেই। তারা জীবন সংরক্ষণের কাজগুলো করে বেঁচে থাকেন। কিন্তু কান্টের ভাষায়, “They do protect their lives in conformity with duty, but not from the motive of duty.”। এই কর্তব্য-প্রণোদনাকে বলা হচ্ছে “কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য” বা “for the sake of duty”।

43) 'বিপরীত বৈষম্য'- এর নীতিটি প্রয়োগ করা হয় -

1) নারীদের ক্ষেত্রে
✔ 2) সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে
3) প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে
4) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে

ব্যাখ্যা : 'বিপরীত বৈষম্য মূলত বৈষম্যের উল্টা ধারণা, যেখানে সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়।এর প্রশাখায় পুরুষেরা নারীদের দ্বারা ,শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বারা,উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়।

44) সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি কী?

1) নৈতিকতা
2) আইনের শাসন
3) সাম্য
✔ 4) উপরের সবগুলো

ব্যাখ্যা : সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি--আইনের শাসন, নৈতিকতা ও সাম্য.

45) রাষ্ট্রের ৪র্থ স্তম্ভ কাকে বলে ?

1) রাজনীতি
2) বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়
✔ 3) সংবাদ মাধ্যম
4) যুবশক্তি

ব্যাখ্যা : রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ ‘সংবাদ মাধ্যম'। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রের প্রথম স্তম্ভ 'জাতীয় সংসদ' ; দ্বিতীয় স্তম্ভ নির্বাহী বিভাগ তথা প্রশাসন বিভাগ' ; তৃতীয় স্তম্ভ 'বিচার বিভাগ'।

46) ‘Human Society in Ethics and Politics’গ্রন্থের লেখক কে?

1) রুসো
2) প্লেটো
✔ 3) বার্ট্রান্ড রাসেল
4) জন স্টুয়ার্ট মিল

Hello BCS

ব্যাখ্যা : বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮ মে ১৮৭২ – ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০) ছিলেন একজন ব্রিটিশ দার্শনিক, যুক্তিবিদ, গণিতবিদ, ইতিহাসবেত্তা, সমাজকর্মী, অহিংসাবাদী, এবং সমাজ সমালোচক। যদিও তিনি ইংল্যান্ডেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন, তার জন্ম হয়েছিল ওয়েলস এ, এবং সেখানেই তিনি ৯৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। রাসেল ১৯০০ সালের শুরুতে ব্রিটিশদের আদর্শবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাকে বিশ্লেষণী দর্শনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করা হয়। তাঁর উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে- Human Society in Ethics and Politics, The Principles of Mathematics, Principia Mathematica (with Alfred North Whitehead), The Philosophy of Logical Atomism, The Analysis of Mind, and The Analysis of Matter. His popular writings on politics, morality, and religion included A Free Man’s Worship, Why I Am Not a Christian, and Power: A New Social Analysis.

47) ‘On Liberty’গ্রন্থের লেখক কে?

1) ইমানুয়েল কান্ট
2) জেরেমি বেন্থাম
✔ 3) জন স্টুয়ার্ট মিল
4) টমাস হবস্

ব্যাখ্যা : On Liberty গ্রন্থের লেখক বিখ্যাত দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল। জন স্টুয়ার্ট মিল এর অন্যান্য গ্রন্থ- Utilitarianism, Principle of political Economy, The logic of the moral sciences.

48) 'আইনের চোখে সব নাগরিক সমান'- বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর ধারায় এ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে ?

1) ধারা ৭
✔ 2) ধারা ২৭
3) ধারা ৩৭
4) ধারা ৪৭

ব্যাখ্যা : "আইনের চোখে সব নাগরিক সমান"- বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ নম্বর ধারায় এ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। ধারা ৭- সংবিধানের প্রাধান্য ; ধারা ৩৭- সমাবেশে স্বাধীনতা ; ধারা ৪৭- কতিপয় আইনের হেফাজত।

49) নিচের কোন রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে ?

1) শাসন প্রক্রিয়া ও নৈতিক শাসন প্রক্রিয়া
2) শাসন প্রক্রিয়া ও সুশাসন
3) শাসন প্রক্রিয়া ও মানব উন্নয়ন
✔ 4) শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন

Hello BCS

ব্যাখ্যা : বিশ্বব্যাংক ১৯৯২ সালে "Governance and Development" শীর্ষক রিপোর্টে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে। এ রিপোর্ট অনুযায়ী- "Governance is the manner in which power is exrcised in the management of a country"s economic and social resources for development"

50) কোন নৈতিক মানদণ্ডটি সর্বোচ্চ সুখের উপর গুরুত্ব প্রদান করে?

1) আত্মস্বার্থবাদ
2) পরার্থবাদ
3) পূর্ণতাবাদ
✔ 4) উপযোগবাদ

ব্যাখ্যা : উপযোগবাদ একটি নৈতিক তত্ত্ব যা সামগ্রিক সুখ বা পরিতৃপ্তিকে উৎসাহিত করে এবং এমন ক্রিয়াকলাপগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে যা সন্তোষ্টি বা সুখের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের সুখ এবং অসুখ বা 'pleasure and pain' এর প্রধান আলোচনার বিষয়।সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে উপযোগবাদী দর্শন সমাজের উন্নতি বা সমাজের মানুষের সন্তোষ্টি বৃদ্ধিতে প্রাধান্য দেয়। উপযোগবাদের প্রধান নীতি হচ্ছে "সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সন্তোষ্টি বা সুখ" (বেন্টব্যাম যাকে বলেছিল "The greatest good for the greatest number")। দুজন ব্রিটিশ দার্শনিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাবিদ জেরেমি বেন্হ্যাম এবং জন স্টুয়ার্ট মিল এই দর্শনের প্রধান প্রবক্তা।

51) সভ্য সমাজের মানদন্ড হলো -

1) সংবিধান
2) বিচার ব্যবস্থা
3) গণতন্ত্র
✔ 4) আইনের শাসন

ব্যাখ্যা : যে সমাজে সবাই নিরাপদে থাকে , শান্তি শৃংখলা বজায় থাকে ,জীবন মালের নিরাপত্তা থাকে , আইন ও বিচারিক সুবিধা থাকে এমন সমাজকে সভ্য সমাজ বলে।সভ্য সমাজে আইনের শাসনের মাধ্যমে উপরের বিষয় গুলো বাস্তবায়ন হয়।

52) 'সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সঙ্গে সুশীল সমাজের, সরকারের সঙ্গে শাসিত জনগণের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়' - কার উক্তি ?

1) এরিস্টটল
2) জন স্টুয়ার্ট মিল
✔ 3) ম্যাককরনী
4) মেকিয়াভেলি

ব্যাখ্যা : সুশাসনকে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে সুশাসনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করে ম্যাককরনী (Mac Corney)। তার মতে, সুশাসন বল রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের সরকারের সাথে শান্তি জনগণের শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায় (Good Governance is the relationship

between civil society and the state, between government and governed, the ruler and ruled) তথ্যসূত্রঃ উচ্চমাধ্যমিক পৌরনীতিবো সুশাসন বই, উন্মুক্ত

53) নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে কী বলে?

✔ 1) শুদ্ধাচার
2) মূল্যবোধ
3) মানবিকতা
4) সফলতা

ব্যাখ্যা : • নৈতিকতা :
- নৈতিকতার লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ সাধন।
- নৈতিকতার নিয়ন্ত্রক হলো বিবেক ও মূল্যবোধ।
- নৈতিক শিক্ষা শুরু হয় পরিবারে।
- নৈতিকতার রক্ষাকবচ বিবেকের দংশন।
- নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান সততা ও নিষ্ঠা।
- নীতির বিপরীত হলো দুর্নীতি।
- নীতিশাস্ত্রের বিকাশ করেন এরিস্টটল।
- নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে শুদ্ধাচার বলে।

54) সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে-

✔ 1) মত প্রকাশের স্বাধীনতা
2) প্রশাসনের নিরপেক্ষতা
3) নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
4) নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা

ব্যাখ্যা : সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসনের নিরপেক্ষ্তা ও নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা এক্ষেত্রে সুশাসনের পূর্বশর্ত নয়।

55) সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে 'স্বার্থের সংঘাত' (conflict of interest)- এর উদ্ভব হয় যখন গৃহীতব্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে-

✔ 1) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তার নিজের বা পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ জড়িত থাকে
2) প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত থাকে
3) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বার্থ জড়িত থাকে
4) সরকারি স্বার্থ জড়িত থাকে

ব্যাখ্যা : A conflict of interest occurs when an individual's personal interests – family, friendships, financial, or social factors – could compromise his or her judgment, decisions, or actions in the workplace. Taken From: Compliance document of University of Central Florida.

Hello BCS

Cambridge Dictionary অনুসারে,
Conflict of interest - A situation in which someone’s private interests are opposed to that person's responsibilities to other people.
According to Britannica Dictionary:
Conflict of interest - A problem caused by having official responsibilities that involve things that might be helpful or harmful to you.
অর্থাৎ, যখন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ (যেমন, পরিবার, বন্ধুত্ব, আর্থিক বা সামাজিক কারণসমূহ) কর্মক্ষেত্রে তার বিচার, সিদ্ধান্ত বা ক্রিয়াগুলির সাথে জড়িয়ে যায় তখন তাকে ‘স্বার্থের সংঘাত' (Conflict of Interest) বলে। এটা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ের স্বার্থ বুঝায়।
তাই, সঠিক উত্তর হবে, ক) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তার নিজের বা পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ জড়িত থাকে।

56) নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান কী ?

✔ 1) সততা ও নিষ্ঠা
2) কর্তব্যপরায়ণতা
3) মায়া ও মমতা
4) উদারতা

ব্যাখ্যা : নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান হলো সততা ও নিষ্ঠা। এ দুটি উপাদানের সমন্বয়ে নৈতিকতা শক্তিশালী হয়ে উঠে।

57) ব্যক্তি সহনশীলতা সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে-

1) সুশাসনের শিক্ষা থেকে
2) কর্তব্যবোধ
✔ 3) মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে
4) আইনের শিক্ষা থেকে

ব্যাখ্যা : সহনশীলতার শিক্ষা ব্যক্তি লাভ করে থাকে মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে। এটা সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য সহনশীলতা একান্ত অপরিহার্য। অন্যের মনোভাব ও মতামতকে শ্রদ্ধা করার মতে সহিষ্ণু থাকা এবং যেকোনো বিষয়ে উত্তেজনা প্রশমিত করে সুখী ও সুন্দর সমাজ গঠনে সাহায্য করে সহনশীলত।

58) সুশাসনের পথে অন্তরায়-

1) আইনের শাসন
2) জবাবদিহীতা
✔ 3) স্বজনপ্রীতি
4) ন্যায়পরায়ণতা

ব্যাখ্যা : আইনের শাসন, জবাবদিহীতা ও ন্যায়পরায়ণতা হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার পুর্বশর্ত। অপরদিকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি হলো সুশাসনের সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

Hello BCS

59) 'সুশাসন' শব্দটি সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে-

1) আইএমএফ
✔ 2) বিশ্বব্যাংক
3) জাতিসংঘ
4) ইউএনডিপি

ব্যাখ্যা : - 'সুশাসন' শব্দটি সর্বপ্রথম 'বিশ্বব্যাংক' সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে।
- ১৯৮৯ সালে সুশাসন প্রত্যয়টি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক উদ্ভাবিত আধুনিক শাসন ব্যবস্থার সংযোজিত রূপ।

- বিশ্বব্যাংকের মতে, "সুশাসন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়।"

- একটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বব্যাংক সর্বপ্রথম উন্নয়নের পেক্ষাপটে 'সুশাসন' ধারণাটিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

- ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। এতে উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে সুশাসনের অভাবেই এরূপ অনুন্নয়ন ঘটেছে।

শুধু তাই নয়, সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তা পূরণের শর্তে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ঋণ প্রকল্প সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

উৎসঃ পৌরনীতি ও সুশাসন, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক।

60) আমাদের চিরন্তণ মূল্যবোধ কোনটি ?

✔ 1) সত্য ও ন্যায়
2) স্বার্থকতা
3) শঠতা
4) অসহিষ্ণু

ব্যাখ্যা : আমাদের চিরন্তণ মূল্যবোধ হলো সত্য ও ন্যায়। এদুটি বিষয় বাঙ্গালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছে।

61) সুশাসনের মূল ভিত্তি কী?

1) আমলাতন্ত্র
✔ 2) আইনের শাসন
3) মূল্যবোধ
4) গণতন্ত্র

Hello BCS

ব্যাখ্যা : সামাজিক মূল্যবোধের উপাদান সমূহ হল। আইনের শাসন, নৈতিকতা, সাম্য, সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়বিচার।

62) নৈতিক আচরণবিধি বলতে বুঝায় -

1) মৌলিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত সাধারণ বচন যা সংগঠনের পেশাগত ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে
2) বাস্তবতার নিরিখে নির্দিষ্ট আচরনের মানদন্ড নির্ধারণ সংক্রান্ত আচরণবিধি
3) দৈনন্দিন কার্যকলাপ ত্বরান্বিত করণে প্রণীত নৈতিক নিয়ম, মানদণ্ড বা আচরণবিধি
✔ 4) সবগুলোই সঠিক

ব্যাখ্যা : নৈতিক আচরণবিধি বলতে বুঝায় দৈনন্দিনের দায়িত্ব কর্তব্য পালনের নীয়মনীতি। যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের প্রণীত নিয়মনীতি, তবে সব প্রতিষ্ঠানে এক রকম নাও হতে পারে।

63) জাতিসংঘের অভিমত অনুসারে সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো -

1) নারীদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা
2) দারিদ্র বিমোচন
✔ 3) মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন
4) মৌলিক অধিকার রক্ষা

ব্যাখ্যা : ১৯৮০ এর দশকে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে সাব সহারান দেশগুলোতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থা কার্যক্রম শুরু করে।এতে ওইসব দেশে কিছু আর্থসামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। দাতা সংস্থার পরামর্শে উদ্ভুত সমস্যা মোকাবেলায় স্ট্রাকচারাল অ্যাডজ্যাস্টমেন্ট নীতি অনুসরণ করলেও তা মানুষের তেমন কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারেনি। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাংক সুশাসনকে এজেন্ডাভুক্ত করে। জাতিসংঘের অভিমত অনুসারে সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন।

64) সহস্রাব্দ উন্নয়ন (Millennium Developments Goals) লক্ষ্য অর্জনে সুশাসনের কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ?

1) সুশাসনের সামাজিক দিক
✔ 2) সুশাসনের অর্থনৈতিক দিক
3) সুশাসনের মূল্যবোধের দিক
4) সুশাসনের গণতান্ত্রিক দিক

ব্যাখ্যা : সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সুশাসনের অর্থনৈতিক দিকটির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

65) মূল্যবোধ কী ?

✔ 1) মানুষের আচরণ পরিচলনকারী নীতি ও মানবদন্ড
2) শুধুমাত্র মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি নির্ধারনের দিক নির্দেশনা
3) সমাজ জীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় মনভাব
4) মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ধারন

Hello BCS

ব্যাখ্যা : মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের আচরণ, পরিকল্পনাকারী নীতি ও মানদন্ড। শুধুমাত্র মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কিংবা পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ প্রভৃতি বিশেষ আচরণ পরিচালনার নীতি ও মানদন্ড নিরুপণে সীমাবদ্ধ নয়।

66) সুশাসনের পূর্বশর্ত কী?

1) নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা
2) নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
3) প্রশাসনের নিরপেক্ষতা
✔ 4) মত প্রকাশের স্বাধীনতা

ব্যাখ্যা : সুশাসনের পূর্বশর্ত :
যেকোন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সুশাসন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে।

সুশাসনের পূর্বশর্ত গুলো হচ্ছে :-
- আইনের শাসন,
- স্বচ্ছতা,
- জবাবদিহিতা,
- গ্রহণযোগ্যতা,
- দুর্নীতিমুক্ত ও জনবান্ধব প্রশাসন,
- অংশগ্রহণমূলক সরকার ব্যবস্থা,
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা স্বাধীন প্রচারমাধ্যম,
- দায়বদ্ধতা,
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ,
- রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুরক্ষা,
- অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ততা,
- বাকস্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা,
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা,
- বৈধতা প্রভৃতি

67) সুশাসনের কোন নীতি সংগঠনের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে?

1) জবাবদিহিতা
2) সাম্য ও সমতা
3) স্বচ্ছতা
✔ 4) অংশগ্রহণ

Hello BCS

ব্যাখ্যা : - সুশাসনের অংশগ্রহণের নীতি সংগঠনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে।
- কেননা, কোনো সংগঠনের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা না থাকলে সে সংগঠনের গণতন্ত্র চর্চা বা স্বাধীনতা বিকাশের সুযোগ থাকে না এবং জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং সাম্য ও সমতার নীতি অনুসরণের প্রশ্নটিও অবান্তর হয়ে পড়ে।
- আর এ কারণেই UNDP অংশগ্রহণকে মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

68) বাংলাদেশ নব-নৈতিকতার প্রবর্তক হলেন-

1) মোহাম্মদ বরকতুল্লা
2) জি. সি. দেব
✔ 3) আরজ আলী মাতুব্বর
4) আবদুল মতীন

ব্যাখ্যা : আনুষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষাবিহীন স্বশিক্ষিত একজন মননশীল লেখক ও যুক্তিবাদী দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর বাংলাদেশের সমাজে জেঁকে বসা ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নৈতিক আদর্শকে কুঠারাঘাত করে, তার স্হলে বস্তবাদী দর্শন ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে সত্য আবিষ্কার করে সত্য , ন্যায় ও বিজ্ঞানের যথাযথ নীতি পদ্ধতিভিত্তিক নব নৈতিক আদর্শের সমাজের কথা চিন্তা করেছেন।

69) 'আমরা যে সমাজেই বসবাস করি না কেন, আমরা সকলেই ভালো নাগরিক হওয়ার প্রত্যাশা করি'। এটি -

✔ 1) নৈতিক অনুশাসন
2) আইনের শাসন
3) রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুশাসন
4) আইনের অধ্যাদেশ

ব্যাখ্যা :

নৈতিকতা একটি সামাজিক ব্যাপার। যে সমাজের বাইরে বাস করে তার কোনো নৈতিকতার প্রয়োজন নেই। মানুষ সমাজে বাস করলে তাকে যে ভালো মানুষ হিসেবে বাস করতে হবে এ শিক্ষা সে পেয়ে থাকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নৈতিক অনুশাসন থেকে। এ অনুশাসন ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয় যে চুরি করা অন্যায়, মিথ্যা বলা ভালো নয় ইত্যাদি। নৈতিক অনুশাসন মূলত স্বতঃসিদ্ধ ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নীতিবাক্য।

70) মূল্যবোধ হলো -

1) মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্য্যাবলির দিক নির্দেশনা
2) সমাজজীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় উপাদান
✔ 3) মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড
4) মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ

ব্যাখ্যা : যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সকল নীতিমালার মাধ্যম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।এটি মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড।[তথ্যসূত্র - পৌরনীতি ও সুশাসন,একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি,প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক]

Hello BCS

71) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসারে ‘শুদ্ধাচার’ হচ্ছে-

1) শুদ্ধভাবে কার্যসম্পাদনের কৌশল
2) সরকারী কর্মকর্তাদের আচরণের মানদণ্ড
✔ 3) সততা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ
4) দৈনন্দিন কার্যক্রমে অনুসৃতব্য মানদণ্ড

ব্যাখ্যা : - দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে।
- এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারদের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।
- এই কৌশলে শুদ্ধাচার বলতে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy of Bangladesh)
PDF Link - [Link]

72) নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কি ?

1) মানুষের আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান
2) মানুষের জীবনের সফলতার দিকগুলো আলোচনা
3) সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচর্ণ ব্যাখ্যা
✔ 4) সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন

ব্যাখ্যা : নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরনের আলোচনা ও মূল্যায়ন। পক্ষান্তরে মানুষের আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে মনোবিজ্ঞান।

73) মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে-

1) দুর্নীতি রোধ করা
✔ 2) সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা
3) রাজনৈতিক অবক্ষয় রোধ করা
4) সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রোধ করা

ব্যাখ্যা : মূল্যবোধ হলো সেই গুণ যা মানুষের সামগ্রিক আচরণ, কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। এ শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে "সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা"।

74) গোল্ডেন মিন হলো-

1) সমস্ত সম্ভাব্য কর্মের গড
✔ 2) দুটি চরম পন্থার মধ্যবর্তী অবস্থা
3) একটি প্রাচীন দার্শনিক ধারার নাম
4) ত্রিভুজের দুটি বাহন ভূ-কেন্দ্রিক সম্পর্ক

Hello BCS

ব্যাখ্যা : গোল্ডেন মিন বা সুবর্ণ মধ্যক একটি দার্শনিক পরিশব্দ, যার মাধ্যমে গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল দুটি চরমপন্থায় মধ্যবর্তী অবস্থাকে বুঝিয়েছেন।

75) সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কোন মূল্যবোধটি গুরুত্বপূর্ণ নয় ?

1) বিশ্বস্ততা
✔ 2) সৃজনশীলতা
3) নিরপেক্ষতা
4) জবাবদিহিতা

ব্যাখ্যা : সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নে প্রশাসনের জবাবদিহিতা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বস্ততা অপরিহার্য বিষয়। এক্ষেত্রে সৃজনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সৃজশীলতা এক্ষেত্রে গৌণ বিষয়।

76) 'সুবর্ণ মধ্যক' হলো

1) গানিতিক মধ্যমান
✔ 2) দুটি চরমপন্থার মধ্যবর্তী পন্থা
3) সম্ভাব্য সবধরনের কাজের মধ্যমান
4) একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের নাম

ব্যাখ্যা : 'সুবর্ণ মধ্যক' হলো একটি দার্শনিক পরিশব্দ। ইংরেজিতে এটি হলো Golden Mean । এরিস্টিটল দুটি চরমপন্থার মধ্যবর্তী অবস্থাকে সুবর্ণ মধ্যক (Golden mean) বলেছেন। যেমন - একদিকে খুবই প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে খুবই অভাব। এই দুই অবস্থার মাঝামাঝিটি হলো 'সুবর্ণ মধ্যক'।

77) জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হল-

1) রাজনীতি
✔ 2) সুশাসন
3) আইনের শাসন
4) মানবাধিকার

ব্যাখ্যা : জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হল সুশাসন। সুশাসন একটি ব্যাপক অর্থবোধক বিষয়। আইনের শাসন সুশাসনের-ই অংশ। যে শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, প্রশাসনের বৈধতা, বাকস্বাধীনতা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয় তাকে সুশাসন বলে।

78) নিরপেক্ষ গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি কিসের অন্তরায়?

1) শিক্ষার গুণগত মানের
2) মূল্যবোধের অবক্ষয়ের
✔ 3) সুশাসনের
4) সামাজিক অবক্ষয়ের

ব্যাখ্যা :

Hello BCS

গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে ধরা হয়।
- শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যমে রণপ্রস্তুতি সুশাসনের অন্তরায় হিসেবেবিবেচনা করা হয়।
- গণমাধ্যমে একমাত্র ব্যবস্থা যা সুশাসনের নিয়ামকগুলোকে জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে সুসংহত করতে পারে।
- স্বাধীন সংবাদমাধ্যম আর স্বাধীন বিচার বিভাগ ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার রক্ষা ও প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।
- বর্তমানে 'সুশাসন' ও 'গণমাধ্যম' এ দুটি বিষয় পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত।
- গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও আইনের শাসনকে কেউ কেউ বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে থাকে যা গনমাধ্যমের জোরালো ভূমিকার মাধ্যমে তা প্রতিহত করা যায়।

উৎস : উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি ও সুশাসন(প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক)

79) ' জ্ঞানই হয় পুণ্য'- এই উক্তিটি কার?

1) থেলিস
✔ 2) সক্রেটিস
3) অ্যারিস্টটল
4) প্লেটো

ব্যাখ্যা : - প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের মতে নৈতিক ক্রিয়া বা ন্যায়ের ভিত্তি হলো জ্ঞান।
- তার মতে যার মধ্যে ন্যায়বোধ সম্পর্কে জ্ঞান নেই তার পক্ষে ন্যায় কাজ করা সম্ভব নয়।
- এজন্যই সক্রেটিস সদগুণ ও জ্ঞানকে একত্রে করে বলেছেন, "জ্ঞানই পূণ্য"।
- তার মতে ন্যায়ের ভিত্তি হলো প্রকৃত জ্ঞান এবং অন্যায়ের ভিত্তি হলো অজ্ঞতা।

80) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-

1) শক্তিশালী রাজনৈতিক দল
2) স্বচ্ছ নির্বাচন কমিশন
3) নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য
✔ 4) পরমতসহিষ্ণুতা

ব্যাখ্যা : মূল্যবোধ হলো মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী মানদন্ড ও নীতি।
মূল্যবোধের শ্রেণীবিভাগ হলো-
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ,
- ধর্মীয় মূল্যবোধ,
- সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ,
- নৈতিক মূল্যবোধ,
- আধুনিক মূল্যবোধ,
- আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ।

- বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের মাঝে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অন্যতম।
- নৈতিকতা, সহমর্মিতা, আত্নসংযম, **পরমত সহিষ্ণুতা** এর মতো গুণাবলিগুলো মানুষকে গণতান্ত্রিক আচরণ

Hello BCS

করতে শেখায়।
- একটি রাষ্ট্র কেবল গণতন্ত্র ঘোষণা করলেই হবে না, তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনগণের মাঝে গণতান্ত্রিক চেতনা, সংকল্প ও উদ্দেশ্য তথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাকতে হবে।
- সমাজের কথা, প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধা, অন্যের অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করা মূল্যবোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ যা আবার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরই প্রতিফলন।

তথ্যসূত্র :- উচ্চমাধ্যমিক পৌরনীতি ও সুশাসন (১ম ও ২য় পত্র) ; মো. মোজাম্মেল হক এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

81) একজন যোগ্য প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকের অত্যাবশকীয় মৌলিক গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ গুণ কোনটি?

1) দায়িত্বশীলতা
✔ 2) নৈতিকতা
3) দক্ষতা
4) সরলতা

ব্যাখ্যা : একজন যোগ্য প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকের মৌলিক গুণাবলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে নৈতিকতা। নৈতিকতা (Ethics) একটি ব্যাপক ধারণা, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণের পাশাপাশি মানব চিন্তাকে ও নিয়ন্ত্রণ করে। আর দায়িত্বশীলতা, দক্ষতা, সরলতা, কর্বত্যপরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি নৈতিকতা থেকেই উদ্ভূত।

Hello BCS